কানাকাড়ির পেছনের কথা

আমি চাই, অসুরও অমৃত পাবে---
এই পংক্তি এক তণ কবির লেখায় পেলাম। ভাবছি,
তাই তো, কথাটা এতদিন মনে হয় নি কেন,
কত দাবি করি রোজ
মহিলারা এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ পাবে,
দেশের সব শিশু
শিক্ষা আর চিকিৎসার অধিকার পাবে। যুবকেরা
কাজ পাবে। হকার ফুটপাত পাবে। অবসরপ্রাপ্ত
পাবে মাসিক পেনসন। এ-ছাড়া সমস্ত বাঙালী কবি
পাবে দেশ পত্রিকায় লেখা ছাপাবার সুযোগ।

পায় না। পায় নি।
এই না- পাওয়া বহুকাল আগে থেকে শু হয়েছে।
কেন না, অমৃতের ভান্ড ছিল ছোট
অসুরদের ভাগ দিলে দেবতাদের ভাগে কম পড়ে যেতে।
তাই এক দলকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত না করে
অন্যদল ভোগদখল পায় না,
তাই প্রতিবাদ হয়, যুদ্ধ হয়, কাড়াকাড়ি
চলতেই থাকে।
আরো অমৃত ছেঁচে তোলার চেষ্টা হয়েছিল তখন
কিন্তু উঠে এল গরল।
ভালো হতো যদি দেবতা আর অসুর উভয়কে
আধবাটি করে অমৃত দেওয়া হতো।
এই - য়ে সবাইকে কম - কম দেওয়া, এর নাম সাম্যবাদ। সাম্যবাদ কার আক
াঙ্ক্ষা পূরণ হয় না।
বৈষম্যবাদেও হয় না----
তাই লড়াই চলতেই থাকে। আর মহাপুষেরা
শান্তির বাণী প্রচার করতেই থাকেন---
তাঁদের থামানো যায় না।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com